

**জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-1৮৫  তারিখঃ ১২/১০/২০২৩

**সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ**

**জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের**

**পক্ষ থেকে স্মারকলিপি উপস্থাপন**

“আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অত্যন্ত সচেতন। এ বিষয়টিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিবিড়ভাবে কাজ করছে। কেওনান, ভোটাধিকার ও মানবাধিকার । নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা যাতে না ঘটে এবং সকল ধর্মের জনগণ যাতে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সে ব্যাপারে সোচ্চার থাকবে কমিশন। এব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ও নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে”।

আজ বিকেল ৩ টায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৭ সদস্যের প্রতিনিধি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাতে আসলে তাঁদের সাথে আলোচনাকালে এসব কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। উক্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এড. রাণা দাশগুপ্ত এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। এতে, নির্বাচনকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘন মনিটর করার জন্য কমিশন কর্তৃক একটি মনিটরিং সেল গঠন; ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু নির্বাচনী এলাকাগুলোকে ঝুকিপূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে এতে বিশেষ নজরদারী ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান; নির্বাচন পূর্বাপর সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশন কতৃক তদন্ত করা; স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ ৫ দফা প্রস্তাবাবলী উল্লেখ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মানিত সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-

ফারহানা সাঈদ

উপপরিচালক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ।